সংবাদ

20 AUG 2008
পৃঃ 12 কলাম 2

উচ্চশিক্ষায় আদিবাসীদের সমস্যা নিয়ে গোলটেবিল

প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা নিশ্চিত করার দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

'উচ্চশিক্ষায় আদিবাসীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা বলেছেন, উচ্চশিক্ষার মূল স্তম্ভ প্রাথমিক শিক্ষা। আদিবাসীদের উচ্চশিক্ষার হার বৃদ্ধির জন্য আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক পর্যায়ে থেকে মাতৃভাষার সর্বজনীন শিক্ষা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। বক্তারা বলেছেন, আদিবাসীদের জন্য উচ্চশিক্ষার স্তরে স্বতন্ত্র শিক্ষা নীতিমালা থাকা প্রয়োজন এবং এ নীতিমালা তৈরি করতে হবে আদিবাসীদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে।

গতকাল বিকেলে জাতীয় প্রেসক্লাবে আদিবাসী অধিকার আন্দোলন আয়োজিত এক গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা এ কথা বলেন। গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক কবির চৌধুরী। আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জান্নাত-এ ফেরদৌসীর সঞ্চালনায় বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন যথাক্রমে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের ছাত্র এইচ নানাচা ও ঢাকা কলেজের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র পারী চিংখাম।

আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এইচকেএস আরেফিনের সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধের ওপর আলোচনায় অংশ নেন আদিবাসী অধিকার আন্দোলনের সাধারণ সম্পাদক প্রফেসর মেসবাহ কামাল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি

দাবি : পৃঃ ১১ কঃ ২

দাবি : নিশ্চিত করার

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ও সংঘর্ষ অধ্যায়ন বিভাগের প্রফেসর ডালেম চন্দ্র বর্মণ, আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম ম্যানেজার তন্দ্রা চাকমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রী ঊর্মী খীসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ বিভাগের ছাত্র সোহেল হাজং প্রমুখ।

প্রফেসর কবির চৌধুরী বলেন, যে কোন সমস্যা সৃষ্টির মূলে রয়েছে এ সমস্যা সমাধানের অপার সম্ভাবনা। আদিবাসীদের উচ্চশিক্ষার সমস্যা সমাধানের জন্য রাষ্ট্র, রাজনৈতিক দল ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সদিচ্ছা একান্ত প্রয়োজন। তাহলে নিশ্চিত করা সম্ভব হবে সব আদিবাসী বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উচ্চশিক্ষা। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে মাতৃভাষার ওপর জোর দেয়ার জন্য সবার প্রতি অনুরোধ জানান।

প্রফেসর মেসবাহ কামাল বলেন, প্রতি বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪ হাজার ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। এর মধ্যে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ কোটা রাখা হয়েছে আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য, যা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তিনি আদিবাসীদের উচ্চশিক্ষা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দেশের সবক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে হোস্টেল স্থাপন ও আদিবাসী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বৃত্তি প্রদানের আহ্বান জানান।

প্রফেসর ডালেম চন্দ্র বর্মণ বলেন, রাষ্ট্রের ভুল ধ্যান-ধারণা ও অবহেলার কারণে আদিবাসীদের আজ এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।